ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০
www.mole.gov.bd

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.০১.২৫.২০১৬- ৬৫৭ তারিখঃ ২১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরাধীন উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুরের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মো: কাদেরুল ইসলাম (বাধ্যতামূলক অবসর) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও তুচ্ছ অভিযোগ আনয়ন, ইচ্ছামত অফিসে আগমন ও প্রস্থান, দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের এবং অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করার অভিযোগে ডিআইএফই কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি)- অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ০১/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। জনাব কাদেরুল ইসলাম-কে অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক মহাপরিদর্শক, ডিআইএফই কর্তৃক গত ২০-০৬-২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মচারীর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য ডিআইএফই-এর যুগ্মমহাপরিদর্শক জনাব মো: মঞ্জুর কাদের খানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে জনাব মো: কাদেরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (বি) অনুযায়ী তাকে সরকারী চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ড প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশ পুন:বিবেচনার জন্য তিনি সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর আপিল আবেদন করেন। গত ১৩-০৫-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি সকল অভিযোগ স্বীকার করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও তুচ্ছ অভিযোগ আনয়ন, ইচ্ছামত অফিসে আগমন ও প্রস্থান, দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের এবং দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা জনাব মো: কাদেরুল ইসলাম এর অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় তার আপীল আবেদন না মঞ্জুর করত: আরোপকৃত দন্ড বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

যেহেতু উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুরের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মো: কাদেরুল ইসলাম কর্তৃক (বাধ্যতামূলক অবসর) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও তুচ্ছ অভিযোগ আনয়ন, ইচ্ছামত অফিসে আগমন ও প্রস্থান, দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের এবং দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এর অভিযোগ স্বীকার করেছেন সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (বি) অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৪০.০১.০০০০. ১০১.১৯.০০৮.১৭.১৭৯ স্মারকে আরোপকৃত সরকারি চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ড বহাল রাখা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(আফরোজা খান)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

D/New doc/Case-2017

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.০১.২৫.২০১৬- ৬৫৭১১(৬)

তারিখঃ ২১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৪। উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, বালুডাঙ্গা মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।

৫। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, দিনাজপুর।

৬। জনাব মো: কাদেরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (বাধ্যতামূলক অবসর), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা-মরহুম আব্দুর জব্বার, গ্রাম-দক্ষিণ দলগ্রাম, ডাকঘর-দলগ্রাম, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-লালমনিরহাট।

২১.০৬.২০১৮

(দিল আফরোজা বেগম)
উপসচিব (শাখা-১০)
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০

D/New doc/Case-2017